# একত্রিশতম অধ্যায়

## মক্কা শরীফ উত্তম–না কি মদিনা শরীফ উত্তম?

মক্কা মোয়াযযমায় খানায়ে কা'বা আছে। হাজরে আসওয়াদ আছে। জমজম আছে। সাফা মারওয়া আছে। মাকামে ইব্রাহীমও আছে। মিনা-মোজদালেফা ও আরাফাত- সব কিছুই মক্কা শরীফে অবস্থিত। কিন্তু মদিনা মোনাওয়ারাতে শুধু রাসুল পাক (দঃ)-এর রওযা মোবারক আছে। এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম–এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), ইমাম মালেক (রাঃ), ইমাম শাফেয়ী (রাঃ), এই তিন ইমামের মতে শহর হিসাবে মক্কা শহর মদিনা শহর থেকে উত্তম। কেননা, আল্লাহ্‌পাক মক্কা শহরের শপথ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ)-এর মতে মদিনা শহরই উত্তম। তাঁর যুক্তি হলো– মক্কাতে নবী করিম (দঃ)-এর অবস্থানের কারণেই আল্লাহ তায়ালা মক্কা শহরের শপথ করেছেন– সুরা বালাদ-এ। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ হুকুমেরও পরিবর্তন হওয়া যুক্তিযুক্ত। তদুপরি, তাবরানী শরীফে আছে " মক্কা হতে মদিনা উত্তম" (শেখ দেহলভীর জযবুল কুলুব সূত্রে তাবরানী)।

ইমামগণের এই মত কেবল শহরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রওযা মোবারকের পবিত্র স্থানটুকু সম্পর্কে সকল ইমামই একমত যে, রওযা মোবারকের যে স্থানটুকু হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র দেহের সাথে সংযুক্ত, তা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি, বাইতুল্লাহ, বাইতুল মামুর, আরশ-কুরছি-লাওহ-কলম থেকেও উত্তম। (ফতোয়ায়ে শামী যিয়ারত অধ্যায়)। আরবী এবারত ৬০তম অধ্যায়ে দেখুন। জনৈক আশেক কবি বলেন ঃ

عرش سے زیادہ رتبہ والا روضہ رسول اللہ کا
اسی روضہ انوارپہ غلامون کے لاکھون سلام-

কাব্যানুবাদঃ

**আরশ হতে অধিক উত্তম দয়াল নবীর রওযা পাক,**
**সেই রওযাতে গোলামদের-ই লক্ষ কোটি ছালাম যাক।**



www.sunnibarta.com

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে–আইনের চোখে যাই হোক না কেন, প্রেমের চোখে কিন্তু মদিনার মূল্যই আলাদা। প্রেমিকজনের কাছে প্রেমাস্পদের শহরই সর্বোত্তম। ইমাম মালেক (রহঃ) মদিনাবাসী হয়েও জীবনে মাত্র একবার ফরয হজ্ব আদায় করতে মক্কা শরীফ এসেছিলেন। তিনি মদিনা ছেড়ে জীবনে আর কোথাও ভ্রমণ করেননি। তিনি জীবনে কখনো জুতা পায়ে দিয়ে মদিনার গলিতে চলতেন না এবং প্রস্রাব পায়খানার কাজও মদিনার বাইরে যেয়ে সেরে আসতেন। রূহানী জগতে বিচরণকারী আশেকান মদিনার জমিনে যেই প্রশান্তি লাভ করেন– মক্কার জমিনে সেই প্রশান্তি পান না। মদিনাতে হায়াতুন্নবী–জিন্দানবী (দঃ) শুয়ে আরাম করছেন। সুতরাং প্রেমিকজনের দিলের কা'বা হচ্ছে মদিনা। "মক্কা হচ্ছে কপালের কা'বা কিন্তু মদিনা হচ্ছে রূহের কা'বা"–(খাজা আজমেরী)। সত্যি বলতে কি–কা'বারও কা'বা হচ্ছে সোনার মদিনা। এ জন্যই কা'বা ঘর মদিনার দিকে ঝুঁকে আছে। জনৈক কবি বলেন–

روئے ہمارا سوئے کعبہ- روئے کعبہ سوئے محمد

کعبہ کا کعبہ روئے محمد-صلی اللہ علیہ وسلم

অর্থ–"আমাদের মুখ কা'বার দিকে, কিন্তু কা'বার মুখ মদিনার দিকে। সত্যিই নবী করিম (দঃ) হচ্ছেন কা'বারও কা'বা। ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম"।

তাবরানী শরীফের একটি হাদীস উদ্ধৃত করে শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্লভী (রহঃ) তাঁর রচিত জযবুল কুলুব গ্রন্থে বলেছেন– হিজরতের পূর্বে মক্কা ছিল উত্তম। হিজরতের পর মদিনা শরীফই এখন উত্তম। নবীজীর অবস্থানের কারণেই মদিনা শরীফের ফযিলত বেশী। হাদীসখানা হলো ঃ

اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ -

অর্থ–"মক্কা থেকে মদিনা উত্তম" (তাবরানী শরীফ–জযবুল কুলুব ও মাওয়াহিব)।

মক্কা হলো নবীজীর প্রিয় মাতৃভূমি, আর মদিনা হলো আল্লাহর প্রিয় হাবীবের রওযা ভূমি। আমাদের আক্বিদা হলো ফতোয়ায়ে শামী বর্ণিত ফতোয়া এবং তাবরানী বর্ণিত হাদীস।



www.sunnibarta.com